ভোরের কাগজ

তারিখ 24 JAN 2013
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

ইউকে এডুকেশন ফেয়ারে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের প্রতি শিক্ষামন্ত্রী

যুক্তরাজ্যে যেন বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীরা সমস্যায় না পড়ে

কাগজ প্রতিবেদক : শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেছেন, বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করায় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী অনেক ছাত্র-ছাত্রী অপ্রত্যাশিত সমস্যার মুখোমুখি হবে। যুক্তরাজ্যে যেন বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের এ ধরনের সমস্যায় পড়তে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য শিক্ষামন্ত্রী ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের প্রতি আহ্বান জানান।

রাজধানীর শেরাটন হোটেলের উইন্টার গার্ডেনে গতকাল থেকে শুরু হওয়া তিনদিনব্যাপী ইউকে এডুকেশন ফেয়ার-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী একথা বলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বৃটিশ হাইকমিশনার ডেভিড কার্টার, ব্রিটিশ কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মি. নাটাল প্রমুখ। এডুকেশন ফেয়ার-এর অয়োজন করেছে ব্রিটিশ কাউন্সিল।

শিক্ষামন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৯২ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করলেও মানসম্মত শিক্ষা অর্জন থেকে তারা পিছিয়ে আছে।

ইউকে এডুকেশন ফেয়ার বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেন। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেন প্রকৃত ছাত্র-ছাত্রীরাই পড়তে যেতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী ব্রিটিশ হাইকমিশনের প্রতি আহ্বান জানান।

ব্রিটেনে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজার এবং ট্রেনিং ম্যানেজারদের ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসমূহের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে গত কয়েক বছর ধরে ব্রিটিশ কাউন্সিল এ এডুকেশন ফেয়ার আয়োজন করে আসছে।

ব্রিটিশ হাইকমিশনার ডেভিড কার্টার তার বক্তব্যে বলেন, বিশ্বায়নের এই যুগে দক্ষতা অর্জন একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। এক্ষেত্রে ইউকে এডুকেশন ফেয়ার বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ব্রিটিশ হাইকমিশনার ব্রিটেনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বলেন, সময় এবং অর্থের দিক থেকে ব্রিটেনে পড়ালেখা করা অনেক সাশ্রয়ী।

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সেদেশের সরকার সজাগ বলেও রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত কঠোর মন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে বলে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক অর্থনীতিতে সাফল্যের জন্য মানুষের প্রয়োজন বিশেষ দক্ষতা ও গুণাবলী।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক তার বক্তব্যে বলেন, চাকরিতে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ এখন এমন কাউকে নিয়োগ করতে চায় যে হবে চিন্তা-চেতনায় কার্যকরী, সৃজনশীল এবং সচেতন। যুক্তরাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এডুকেশন ফেয়ারে এ বছর যুক্তরাষ্ট্রের ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্টান অংশ নিয়েছে। অংশগ্রহণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো, কেন্টার বিউরি খ্রিষ্ট চার্চ ইউনিভার্সিটি

● বেশ: পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

যুক্তরাজ্যে যেন বাংলাদেশী

● শেষের পাতার পর

কলেজ, ইউনিভার্সিটি অব সেন্ট্রাল ইংল্যান্ড ইন বার্মিংহাম, ডেভিড গেইম কলেজ, ইউনিভার্সিটি অব গ্লাসগো, ইউনিভার্সিটি অব গ্রেনিচ, ইউনিভার্সিটি অব হাল, ইউনিভার্সিটি অব হাডার্সফিল্ড, লিডস মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, লিভারপুল জন মুরস ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন এক্সটারনাল প্রোগ্রাম, লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লুটন, মিডলসেক্স, ইউনিভার্সিটি, রিচমন্ড, দ্যা আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ইন লন্ডন, ইউনিভার্সিটি অব সান্ধার ল্যান্ড, ইউনিভার্সিটি অব ওয়ারিক, রিটিল কলেজ, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলস্ কলেজ, নিউপোর্ট। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এবং আগামীকাল শনিবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মেলা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

এডুকেশন ফেয়ারের প্রথম দিন গতকাল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের উপচেপড়া ভিড় ছিল উইন্টার গার্ডেনে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়ে রোজ খবর নিচ্ছেন। অনেকেই তৎক্ষণাৎ ফরম পূরণ করে নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিচ্ছেন।